যুগান্তর

তারিখ 18 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

তদন্ত কমিটির অনেক সুপারিশের সঙ্গে ঢাবি শিক্ষকরা একমত

যুগান্তর রিপোর্ট

দলীয় লেজুড়বৃত্তিমুক্ত ছাত্ররাজনীতি এবং ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সুপারিশকে সমর্থন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। একই সঙ্গে তারা কমিশনের মূল বক্তব্যের সঙ্গেও একমত পোষণ করেছেন। তবে শিক্ষক রাজনীতির ব্যাপারে শিক্ষকদের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। তারা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মুক্ত রাজনীতি করেন। কোন দলীয় রাজনীতি করেন না। রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ ও মতপ্রকাশ আর দলীয় রাজনীতি এক নয়। রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ বা মতামত প্রকাশ করতে না দিলে সমাজ ও রাষ্ট্র দিকনির্দেশনাহীনভাবে অন্ধকার গহ্বরের দিকে ধাবিত হবে।

শিক্ষক রাজনীতি সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন

তারা রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠন থাকার বিরোধিতা করে বলেছেন, ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন দরকার। ছাত্রদের মুক্ত রাজনীতি করতে দেয়া দরকার, তবে দলীয় লেজুড়বৃত্তি নয়। এজন্য ১৯৭৬ সালের 'পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশন্স' বা পিপিআর সংশোধনের যে প্রয়োজনের কথা কমিশন বলেছে, তা করা যেতে পারে বলে তারা মনে করেন। শিক্ষক নেতারা বলেছেন, কমিশনের রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে, আন্দোলনে শিক্ষকদের ইন্ধন ছিল না। আর রাজনৈতিক ইন্ধন থাকলে তার দায়-দায়িত্ব শিক্ষকদের নয়। তাই তারা অবিলম্বে শিক্ষকদের মামলা থেকে অব্যাহতি একমত : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

একমত : ঢাবি শিক্ষকরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ও মুক্তি দেয়া দরকার বলে মনে করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ২০-২২ আগস্টের ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার কাছে রিপোর্ট হস্তান্তর করেন। রিপোর্টে ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ, প্রয়োজনে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ও ১৯৭৬ সালের পিপিআর সংশোধন, ক্যাম্পাস সালিশ বোর্ড ও ক্যাম্পাস পুলিশ গঠনসহ বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়।

এক সদস্যের কমিশন প্রধান বিচারপতি (অব.) হাবিবুর রহমান খান বলেন, ছাত্র ও শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিতে ভড়ানো ঠিক নয়। বিশেষ করে ছাত্ররা দলীয় রাজনীতিতে ভড়ালে তারা আর ছাত্র থাকে না। দলীয় ছত্রচ্ছায়ায় অনেকে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে লিপ্ত হয়। শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ৫৬(২) ধারা অনুযায়ী চাকরির বাইরে বৈধ সংগঠন করার অধিকার পেয়েছেন। এর ফলে অনেকে দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক তাজমেরী এসএ ইসলাম বলেন, শিক্ষকরা কখনোই দলীয় রাজনীতি করেন না। তারা মুক্ত রাজনীতি করেন। বৈধ সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অধিকার দেয়া হয়েছে অধ্যাদেশে। এটা করতে না পারলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোন গবেষণা সংস্থায়ও তো কাজ করতে পারবেন না। তিনি বলেন, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অধিকারের প্রশ্নে তারা সবসময়ই ডাকসু নির্বাচনের প্রয়োজনের কথা বলে আসছেন। আর ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে তারা সবসময়ই নিরুৎসাহিত করেন।

শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, বিচারপতি ঠিকই বলেছেন : শিক্ষকদের রাজনীতি হওয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্র-শিক্ষকদের স্বার্থে। তাদের দলীয় রাজনীতি করা সাজে না। ছাত্রদের রাজনীতি থাকতে পারে। তবে দলীয় রাজনীতি নয়। তাদের রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করা ঠিক নয়। তিনি বলেন, ডাকসুসহ হল ইউনিয়ন নির্বাচনের এখনই সময়।

সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিক্ষকরা লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি করেন না। তারা আদর্শের অনুসারী হয়ে মতামত প্রকাশ করেন, যা একটি বর্ণের মাধ্যমে প্রকাশ করে। আর এজন্য কোন রাজনৈতিক দলের ব্যানারে নয়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা নীল, সাদা, গোলাপি বা অন্য বর্ণের অধীনে সংঘবদ্ধ হন। এটা প্রতীকী প্রকাশ। তিনি বলেন, শিক্ষকদের যে রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্নের স্বার্থে হচ্ছে। এসব জনগণ বুঝতে পারবে বলে আশা করছেন। তিনি বলেন, ছাত্ররাজনীতির ব্যাপারে শিক্ষকরা সবসময়ই বলে আসছেন। ছাত্ররা রাজনীতি সচেতন থাকতে পারে। তাদের আদর্শও থাকতে পারে। তবে রাজনৈতিক দলের যে অঙ্গ সংগঠনের কথা বলা হচ্ছে, তার জন্য ১৯৭৬ সালের পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশন্স বা পিপিআর দায়ী। আর ডাকসু ও হল ইউনিয়ন না থাকায় সাধারণ ছাত্রদের প্রতিনিধি নেই। ডাকসু থাকলে সব অদর্শের ছাত্ররাই নির্বাচিত হয়ে সাধারণ ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করত। আর এতে মানসম্পন্ন নেতৃত্বেরও বিকাশ ঘটত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সমস্যা থাকত না। তিনি ছাত্ররাজনীতি এবং ডাকসু ও হল ইউনিয়ন নির্বাচনের ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেন।

সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, তাদের দাবিই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষকরা আন্দোলনে ইন্ধন দেননি। আর রাজনীতির ইন্ধন থাকলে তার দায়-দায়িত্ব শিক্ষকদের নয়। কেননা, শিক্ষকরা রাজনীতি করেন না। তিনি বলেন, বিচারপতি সাহেবের সুপারিশের মূল বক্তব্যের সঙ্গে তারা একমত। তবে শিক্ষক রাজনীতির ব্যাপারে তার বক্তব্য হচ্ছে— শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতি করেন না। এটি একটি 'মিসনোমার'। অধ্যাপকরা পেশাগত এবং দেশ-জাতি-সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি নিয়ে নিজস্ব মত ও মতাদর্শ প্রচার করেন। এটা করতে না দিলে সমাজ অন্ধকারে রূপান্তরিত হবে। তিনি শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির ব্যাপারে বলেন, শিক্ষকদের পোস্টকার্ডিও ব্যবহার দৃষ্টিকটু মনে হয়। অধ্যাপক আখতার বলেন, ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে তারা সবসময় বলে আসছেন। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা ছাত্র সমাজকে ভয় পায় বলে বিগত ১৭ বছরে নির্বাচন দেয়নি। এখন দলীয় সরকার নেই, তাই সরকারের এ ব্যাপারে সহায়তা চাই। আর ছাত্রদের রাজনীতি করতে হবে। নইলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়বে। তাই স্বচ্ছ রাজনীতির জন্য তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে হবে। তাদের যাতে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতিতে ব্যবহার করা না হয়, সেজন্যই এটা দরকার। তিনিও পিপিআর সংশোধনের কথা বলেন।

দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ দাউদ খান বলেন, বিচারপতি সাহেব শিক্ষকদের যে রাজনীতি বন্ধের কথা বলেছেন, তারাও তা চান না। তার ভাষা মতে, ওই ধরনের রাজনীতিতে কেউ যুক্ত নন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা রাজনৈতিক মতাদর্শ পোষণ করেন। আর মুক্তচর্চাকে রাজনীতি বললে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকা উচিত। তিনি বিচার বিভাগীয় কমিশনের রিপোর্ট আলোচনার পর বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ নেয়া উচিত বলে মনে করেন। একই সঙ্গে তিনি কারাবন্দি শিক্ষকদের মুক্তি দাবি করেন।

ছাত্র ইউনিয়ন

শুক্রবার রাতে এক বিবৃতিতে ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি সামসুল আলম সজ্জন ও সাধারণ সম্পাদক খান আসাদুজ্জামান মাসুম তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশের দাবি জানান। তারা বলেন, রিপোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কমিশন ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়েও মত প্রকাশ করেছে। এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া জরুরি।